গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
হাসপাতাল-০৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.১৫৬.০৭০.০০.০০.০০৪.২০১৪-২৮৩

তারিখঃ ০৫.১০.২০১৬ খ্রিঃ

বিষয়ঃ বিনা টাকায় বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার আবেদন সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আফরোজা আক্তার, স্বামীঃ-সবুর আলম, থানা-কটিয়াদি, জেলা-কিশোরগঞ্জ। তিনি দূরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী তার বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী। পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য তাঁর আর্থিক সংগতি নেই।

০২। এমতাবস্থায়, তাঁর যাবতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা বিনামূল্যে করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ- বর্ণনামতে

(এস,এম, জাহাঙ্গীর হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন- ৯৫৪৯১৯২

ভাইস-চ্যান্সলর
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়।
শাহবাগ, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

০১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০৪। সিষ্টেম এনালিষ্ট, কম্পিউটার সেল, (তাকে ওয়েব সাইটে প্রকাশে অনুরোধসহ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ন্ত্রণালয়।
০৫। অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০৬। যুগ্ম-সচিব (হাসপতাল) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০৭। আফরোজা আক্তার, স্বামীঃ- সবুর আলম, থানা-কটিয়াদি, জেলা-কিশোরগঞ্জ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
হাসপাতাল-৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mohfw.gov.bd

দেশের ৬২ টি জেলা সদর/জেনারেল হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহের কার্যক্রমের সার্বিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: জনাব মোহাম্মদ নাসিম মন্ত্রী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
সভার স্থান	: সম্মেলন কক্ষ, ভবন নং-০৩, কক্ষ নং-৩৩২, ৪র্থ তলা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
সভার তারিখ	: ০৬/০৯/২০১৬ খ্রিঃ।
সভার সময়	: বেলা ১.০০ ঘটিকা।

মাননীয় মন্ত্রী সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালসমুহের সার্বিক সেবা সম্পর্কে সাধারণ জনগণের নিকট থেকে সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় না। এ সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে জেলা সদর/জেনারেল হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহের কার্যক্রমের সার্বিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণের নিমিত্ত এ সভা আহবান করা হয়েছে। অতঃপর তিনি উপস্থিত সকলকে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী আলোচনায় অংশগ্রহণের আহবান জানান। সভায় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়ঃ

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
০১	ডাক্তার, নার্স, কর্মকর্তা,কর্মচারী দের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য বায়ো-মেট্রিক মেশিন ব্যবহার সংক্রান্ত।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বলেন, সকল হাসপাতালের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বায়োমেট্রিক মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে অথচ হাসপাতাল পরিদর্শনে গেলে দেখা যায় অধিকাংশ বায়োমেট্রিক মেশিনের টাচ পয়েন্টের গ্লাস ভাঙ্গা অথবা অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে সে বিষয়ে পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক/সিভিল সার্জন ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাগণ সচেতন নন বা তারা তা মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করেন না। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলেন, যে সকল হাসপাতালে বায়োমেট্রিক মেশিন নষ্ট সেগুলো মেরামত করার জন্য তাগিদ দেয়া হচ্ছে।	সকল জেলা সদর হাসপাতালও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহের ডাক্তার, নার্সও কর্মকর্তা/ কর্মচারি দের উপস্থিতি নিশ্চিত করণের জন্য বায়োমেট্রিক মেশিন ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক/ সিভিল সার্জন (সকল) উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (সকল)।
০২	বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা জোড়দারকরণ	পরিচালক (হাসপাতাল) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলেন, বর্জ্য নিষ্কাশনে প্রিজম বাংলাদেশের সাথে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও সিটি কর্পোরেশনের চুক্তি রয়েছে। জেলা পর্যায়ে কিছু কিছু হাসপাতালের সাথে ইনোভেটিভ নামক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য নিষ্কাশন সংক্রান্ত চুক্তি রয়েছে। তবে এ কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে সম্পাদিত হচ্ছে না।	চিকিৎসা -বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাত) বিধিমালা, ২০০৮ ও চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন অনুযায়ী চিকিৎসা বর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে।	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিভিল সার্জন (সকল), তত্ত্বাবধায়ক (সকল), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (সকল)।

০৩	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	পরিচালক (প্রশাসন) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলেন, আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ক্লিনার ও সুইপার নিয়োগপূর্বক হাসপাতালের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। পরিচালক (হাসপাতাল) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলেন, অর্থ বিভাগের আউট সোসিং নীতিমালার আলোকে বর্তমানে প্রতি ১০ (দশ) বেডের জন্য একজন ক্লিনার, ১৫ (পনের) বেডের জন্য একজন নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগের জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে।	সকল হাসপাতালে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ করতঃ হাসপাতালের বহি র্বিভাগ, অন্তবিভাগ, জরুরী বিভাগ এবং হাসপাতাল অংগনের ময়লা আর্বজনা ও সার্বিক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে।	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিভিল সার্জন(সকল),তত্ত্বাবধায়ক(সকল), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (সকল)।
০৪	দর্শনার্থী নিয়ন্ত্রন	মাননীয় মন্ত্রী বলেন, জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহে অন্তঃ বিভাগে রোগীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম থাকায় দর্শনাথী নিয়ন্ত্রন ও ব্যবস্থাপনা সহজতর। তিনি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে তৎপর থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন।	দর্শনাথীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য বিনামূল্যে কার্ড ব্যবহারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর,সিভিল সার্জন (সকল),ত্বাবধায়ক (সকল), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা (সকল)।
০৫	এমএসআর যন্ত্রপাতি ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	পরিচালক (সিএমএসডি) বলেন, যন্ত্রপাতি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রক্রিয়ায় গত অর্থবছরে ই-টেন্ডারিং অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু চলতি অর্থ বছরে সকল প্যাকেজে ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। যুগ্মসচিব (হাসপাতাল) বলেন, হাসপাতালসমূহে মেডিকেল যন্ত্রপাতির কোন রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা হয় না। ফলে সচল, অচল যন্ত্রপাতির কোন হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায় না। সে কারণে অকোজো যন্ত্রপাতি বিধিগতভাবে কনডেম করা দূরুহ হয়ে পড়ে।	(১) সকল হাসপাতালে ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। (২) সকল হাসপাতালে যন্ত্রপাতি ক্রয়, ইন্সটলেশন, সচল বা অচল সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যাদি রেজিষ্টারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে হবে।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক,স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিচালক (সিএমএসডি)।
০৬	পদ সৃজন ও জনবল পদায়ন	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বলেন, বর্তমানে জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহের জন্য কোন বদলী/পদায়ন নীতিমালা অনুসরণ করা হচ্ছে না। তবে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) শূণ্য পদ পূরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। উক্ত পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে এতদসংক্রান্ত বিধিমালার বৈধতা সংক্রান্ত বিষয় স্পষ্টীকরণের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মতামত পাওয়ার পর নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হবে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। যুগ্মসচিব (হাসপাতাল) বলেন, যে সকল হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু জনবল এখনও রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হয়নি সে সকল হাসপাতালের জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তর ও টিও এন্ড ই অনুমোদনের প্রস্তাব যথাশ্রীঘ্র সম্ভব প্রেরণ করতে হবে।	(১) সরকারি বিধি বিধান অনুসরন পূর্বক ডাক্তার, নার্স ও সকল কর্মকর্তা কর্মচারিদের বদলী/পদায়ন নিশ্চিত করতে হবে। (২) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর শূণ্য পদে দ্রুত নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (৩) সকল হাসপাতালের অর্গানোগ্রাম ও টিও এন্ড ই হালনাগাদ করণের লক্ষ্যে যথাযথ পদ্ধতিতে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), তত্ত্বাবধায়ক/ পরিচালক/সিভিল সার্জন (সকল) ও সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান প্রধান।

০৭	ইউজার ফি	পরিচালক, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল বলেন, হাসপাতালে প্রদত্ত সেবার বিপরীতে সংগৃহীত ইউজার ফি এর একটি অংশ ডাক্তার ও টেকনেশিয়ানদের ইনসেনটিভ হিসেবে প্রদান করা সম্ভব হলে রোগীদের সেবার মান বৃদ্ধি পাবে। ইউজার ফি'র একটি অংশ যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় করা সম্ভব হলে যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। মহামান্য হাই কোর্ট বিভাগে এ সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। ইউজার ফি এর একটি অংশ সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারীদের মাঝে ইনসেনটিভ হিসেবে প্রদানের লক্ষ্যে একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	অতিরিক্ত সচিব (পরিবার কল্যাণ ও কার্যক্রম) এর নেতৃত্বে যুগ্মসচিব (হাসপাতাল) ও পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ) এর সমন্বয়ে গঠিত তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি আগামী এক মাসের মধ্যে ইউজার ফি নীতিমালার একটি খসড়া প্রণয়ন করবে। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
০৮	হাসপাতালের অন্তঃবিভাগে রোগীদের পথ্য সরবরাহ করণ	পরিচালক (অর্থ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলেন, অবকাঠামোগত সম্প্রসারণের ফলে অনেক হাসপাতালের রোগীদের চাহিদা অনুসারে পথ্য সরবরাহ করার জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। এ অতিরিক্ত চাহিদা মেটানোর জন্য উক্ত খাতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন। উপসচিব (বাজেট) বলেন, হাসপাতালের অবকাঠামো সম্প্রসারণে প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণের পাশাপাশি যদি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করা হয় সে ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দের কোন সমস্যা থাকবে না এবং সংশ্লিষ্ট কোড থেকে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব হবে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সম্মতি না থাকায় চাহিদা অনুসারে অর্থ বরাদ্দ প্রদানে সমস্যা দেখা দেয়। এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠনপূর্বক বকেয়া সংক্রান্ত হালনাগাদ চাহিদা প্রণয়ন, সমস্যা ও সমাধানের উপায় নিরুপনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	সকল জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহের রোগীদের পথ্য সংক্রান্ত বকেয়া তথ্যের বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা)-র নেতৃত্বে যুগ্মসচিব (হাসপাতাল), পরিচালক (অর্থ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং লাইন ডাইরেক্টর (ইএসডি) সমন্বয়ে গঠিত কমিটি পথ্য সরবরাহ খাতে প্রকৃত বকেয়া চাহিদা নিরুপন সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও উত্তরণের উপায় সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন দাখিল করবে।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট কমিটি।
০৯	ঔষধ কোম্পানীর প্রতিনিধি ব্যবস্থাপনা	হাসপাতালে আগত ঔষধ কোম্পানীর প্রতিনিধিগণ যখন তখন হাসপাতাল ও চিকিৎসকের চেম্বারে প্রবেশ করায় হাসপাতালের সাধারণ রোগীদের সেবা প্রদান ব্যাহত হয় যা হাসপাতালের সার্বিক পরিবেশ নিশ্চিতকরণে বিঘ্ন ঘটায় মর্মে সভায় আলোচনা হয়। এ বিষয়ে পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমুহ) বলেন, ঔষধ কোম্পানীর মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভরা যাতে কর্মকালীন সময়ে হাসপাতালে চিকিৎসা সেবার ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে, সে জন্য সাক্ষাতের নির্ধারিত সময় অনুসরণ করা আবশ্যক।	ঔষধ কোম্পানীর প্রতিনিধি দের হাসপাতালে সেবার নির্দিষ্ট সময়ের পরে সময় নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী চিকিৎসক গণের সাথে সাক্ষাৎ করার সময় অনুসরণ করার বিষয় নিশ্চিত করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান প্রধান।

১০	বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টার স্থাপন	সভাপতি বলেন, সরকারি হাসপাতালের খুব কাছাকাছি স্থানে বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টার গড়ে উঠায় সরকারী হাসপাতালে আগত সেবা প্রত্যাশীদের দালাল শ্রেণী বিভ্রান্তি করতে সক্ষম হয়। এ সব বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম দূরুত্ব নির্ধারণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও করণীয় নির্ধারণের বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করা হয়। এ বিষয়ে প্রস্তাবিত বেসরকারি চিকিৎসা সেবা আইনে ধারা সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়।	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বেসরকারী হাসপাতাল/ ক্লিনিক/ ডায়াগনষ্টিক সেন্টার স্থাপনের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত স্থান বিদ্যমান সরকারি হাসপাতাল থেকে ন্যূনতম ০১ (এক) কিলোমিটার দুরত্বে অবস্থিত না হলে লাইন্সেস প্রদান করা যাবে না। এ সংক্রান্ত ধারা প্রস্তাবিত চিকিৎসা সেবা আইনে সংযোজন করতেহবে।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

পরিশেষে, সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ নাসিম)
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

নং- ৪৫.১৫৬.১১৬.০০.০০.০০৫.২০১১-২৮২

তারিখঃ-০৪.১০.২০১৬খ্রিঃ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরন করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

০১। অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০২। অতিরিক্ত সচিব (সকল) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০৩। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০৪। মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কাওরান বাজার, ঢাকা।
০৫। যুগ্মসচিব (প্রশাসন/হাসপাতাল/চিকিৎসা শিক্ষা/পার/উন্নয়ন/নির্মাণ/হাসপাতাল-০৪) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০৬| যুগ্ম প্রধান (পরিকল্পনা) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০৭। উপসচিব (বাজেট/প্রশাসন-১,৪/পার-১,২,৩/চিকিৎসা শিক্ষা-১/প্রবা-৩ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০৮। পরিচালক (হাসপাতাল/প্রশাসন/অডিট/নির্মাণ/উন্নয়ন/বাজেট/চিকিৎসা শিক্ষা/ইএসডি) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০৯। পরিচালক (সিএমএসডি) তেজগাওঁ, ঢাকা।
১০। পরিচালক, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা।
১১। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-২/চিকিৎসা শিক্ষা-২) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১২। তত্ত্বাবধায়ক, রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা।
১৩। সিভিল সার্জন/তত্ত্বাবধায়ক (সকল) .....জেলা।

অনুলিপি সদয় অবগতিঃ

০১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
০২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০৩| সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০৪| সিস্টেম এনালিষ্ট, কম্পিউটার সেল (তাকে ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০৫। অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০৬| যুগ্ম-সচিব (হাসপাতাল) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

০৪/১০/১৬

(এস. এম. জাহাঙ্গীর হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন- ৯৫৪৯১৯২